50

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ছাত্র লীগের রাজনীতিতে শামীম গ্রুপের একক আধিপত্য

ঢাকা ভার্সিটির ১১টি হলের ৮টি ছাত্র লীগের নিয়ন্ত্রণে ঃ ছাত্র দলের দখলে ৩টি ছোট হল

গিয়াস উদ্দিন রিমন ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুজিববাদী ছাত্র লীগের রাজনীতিতে একটি গ্রুপ একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ছাত্র লীগের বহু গ্রুপ, সাব গ্রুপের অবসান ঘটিয়ে, এলাকাভিত্তিক গড়ে ওঠা বিভিন্ন উপদল, হলওয়ারী অবস্থানকারী বিভিন্ন ক্যাডার বাহিনী ভেঙ্গে মাত্র যে ২টি গ্রুপ গড়ে উঠেছিল তাও এখন ভেঙ্গে গেছে। মাত্র একটি গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লীগ নিয়ন্ত্রিত সব কয়টি হল। শামীম গ্রুপ নামে পরিচিত এ গ্রুপের দখলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ছাত্র দলের ৮টি। বাকী মাত্র ৩টি ছোট হল এখন ছাত্র দলের দখলে রয়েছে। ৮টি হলের নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্র লীগের মূল ধারার সমর্থনপুষ্ট শামীম গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছেন ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় নেতা শামীম আহমেদ। এ গ্রুপটি আওয়ামী যুব লীগ নেতা আওরঙ্গ লিয়াকত-এর আশীর্বাদপুষ্ট। তাদেরই একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এখন ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে। ছাত্র লীগে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কথিত বহুজাতিক গ্রুপ বা লিজু গ্রুপের অস্তিত্ব দু'সপ্তাহ আগে বিলীন হয়ে গেছে। খিজির হায়াত লিজুর নেতৃত্বাধীন এ গ্রুপের নিয়ন্ত্রিত ফজলুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হল তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। ছাত্র লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে গত ১০ জুলাই ফজলুল হক হলে ছাত্র লীগ নেতা ইমাম হোসেন তনাই নিহত হবার পর লিজু গ্রুপের একাংশ গা ঢাকা দেয়ায় অন্য অংশকে বিতাড়িত করে শামীম গ্রুপ হল দু'টি দখল

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাকা ভার্সিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে নেয়। ফলে ছাত্র লীগের রাজনীতিতে শামীম গ্রুপের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর গত বছরের আগস্ট মাসে লিজু গ্রুপ ছাত্র দলকে হটিয়ে ফজলুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হল দখল করেছিল। একই সময়ে শামীম গ্রুপ ছাত্র দলকে হটিয়ে এফ রহমান হল ও মুহসীন হল দখল করেছিল। এর আগেই তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এস এম হল, জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হল। মাত্র এক বছরের মাথায় লিজু গ্রুপের নিয়ন্ত্রিত দু'টি হল তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। আগের ৫টি হলের সাথে নতুন ২টি হল মিলিয়ে এখন ৭টি হল শামীম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে। আগের ৫টি হলের সাথে নতুন ২টি হল মিলিয়ে ৭টি হলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে শামীম গ্রুপ। গত বৃহস্পতিবার তারা নতুন করে দখল করে নিয়েছে সূর্যসেন হল। ছাত্র দলের সর্বশেষ শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এ হল থেকে পুলিশী সহযোগিতায় ছাত্র দলকে হটিয়ে দিয়ে দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ পর ছাত্র লীগ এ হলটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় এ হলটিসহ ৮টি হলই এখন শামীম গ্রুপের একক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ১১টি ছাত্র হলের বাকী ৩টি ছোট হল জসীমুদ্দীন, জিয়া ও মুজিব এখন ছাত্র দলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ৮টি হল থেকে বিতাড়িত ছাত্র দল কর্মীরা এ ৩টি হলে অবস্থান করছে। সূর্যসেন হল থেকে বিতাড়িত নেতা-কর্মীদের অনেকেই এক-কাপড়ে এ ৩টি হলে মানবেতর জীবন যাপন করছে। সবচেয়ে বড় কথা, এ ৩টি হল ছাত্র দলের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কাঁটাবন গেট এবং আজিজ সুপার পার্কেটের সংলগ্ন পথটি বন্ধ করে দেয়ায় এখন এই ৩টি হলে আসা-যাওয়া করতে হলে ছাত্র লীগ নিয়ন্ত্রিত সূর্যসেন হলের সামনে দিয়েই যেতে হবে। এছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। ফলে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করতে ছাত্র দলকে বাধাগ্রস্ত হতে হবে। তবে ছাত্র দল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলছেন, সব কয়টি হল ছাত্র লীগ দখল করে নিলেও ছাত্র দল ক্যাম্পাসে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারবে। তিনি আগামীকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের কর্মসূচী দিয়েছেন। এই পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখনও অনিশ্চিত।

এদিকে, ছাত্র লীগের রাজনীতিতে শামীম গ্রুপের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে গত ১০ জুলাই সংঘটিত ইমাম হোসেন তনাই হত্যাকাণ্ড। ফজলুল হক হল এলাকায় ইমাম হোসেন তনাই হত্যাকাণ্ডের পর ফজলুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হল নিয়ন্ত্রণকারী গ্রুপটির একাংশ ক্যাম্পাস ছেড়ে গেছে। একাংশ বিতারিড় হয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলায় বাড়ী ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন ক্যাডার নেতাদের কেন্দ্র করে বরিশালসহ বিভিন্ন এলাকার ক্যাডারদের নিয়ে এ গ্রুপটি গড়ে উঠেছিল। এটি পরিচিত ছিল বহুজাতিক গ্রুপ নামে। এ গ্রুপটির নেতা ছিলেন ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ইকবাল হোসেন অপু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি খিজির হায়াত লিজু ও ঢাকা মহানগরী (উত্তর) শাখার সহ-সভাপতি শাহীন খান। ইকবাল হোসেন অপুর সুবাদে এ গ্রুপটি দলীয় প্রধানের একজন সহকারীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছিল বলে জানা যায়। কিন্তু অপু কিছু দিন আগে বহুজাতিক গ্রুপ ছেড়ে যায়। ফলে গ্রুপটি দূর্বল হয়ে পড়ে। অপুর প্রধান সহযোগী ছিল ইমাম হোসেন তনাই। কয়েক বছর আগে অপুই তনাইকে নিয়ে এসেছিল ক্যাম্পাসে। জহুরুল হক হল, এস এম হল হয়ে সর্বশেষে সে থাকতো ফজলুল হক হলে। ফজলুল হক হলের আশপাশের এলাকায় তার ছিল প্রবল প্রতাপ। অপুর সঙ্গে সেও চলে যায় বহুজাতিক গ্রুপ ছেড়ে। বিষয়টি হুমকির সৃষ্টি করে বহুজাতিকের জন্য। এরই মধ্যে বিদেশ থেকে ফিরে আসে আরেক ক্যাডার নেতা শেখ ফরিদ আহমেদ সেন্টু ওরফে সাদা সেন্টু। বহুজাতিকের সঙ্গে সে ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। তারা তনাইকে বলেছিল তাদের সঙ্গে যেতে। কিন্তু সে যায়নি। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে শামীম আহমদের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ। তারা সাদা সেন্টুকে পেশাদার খুনী বলে উল্লেখ করে ক্যাম্পাসে তার উপস্থিতিতে তাদের জীবন নিরাপত্তাহীন বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেয় এবং তাদের জীবনের নিরাপত্তা চায়। তখন সাদা সেন্টুকে ছাত্র লীগ থেকে বহিষ্কার করা না করার দু'টি খবর প্রচারিত হয়। এরই কয়েকদিনের মাথায় নিহত হয় ইমাম হোসেন তনাই। হত্যাকাণ্ডের পরপরই ছাত্র লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয় সাদা সেন্টু ও শাহীন খানকে। এর মাধ্যমে সরকারী ছাত্র সংগঠন, ছাত্র লীগ কার্যত এ দু'জনকে বা তাদের নেতৃত্বাধীন কথিত বহুজাতিক গ্রুপকে তনাই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করলো। ফলে গ্রুপটির অস্তিত্ব এখন বিপন্নপ্রায়। এর মাধ্যমে একক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো মূল ধারার সমর্থক বলে পরিচিত শামীম গ্রুপ।